প্রথম অধ্যায়: ঈশ্বর ও জীবসেবা

প্রশ্ন-১. স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' উক্তিটির তাৎপর্য কী?

উত্তর: ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করে তিনি সবসময় আমাদের সামনে আছেন। তাই তাকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই।

প্রশ্ন-২. তুমি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় একটি অসুস্থ বিড়ালকে দেখলে। তুমি কী করবে?

উত্তর: বিড়ালটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে তার সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলব।

প্রশ্ন-৩. রিপন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এক্ষেত্রে রিপন কোন কাজটি করবে?

উত্তর: ঈশ্বরকে সন্তুষ্টি করার জন্য রিপন জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করবে।

প্রশ্ন-৪. রূপক নিয়মিত মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি করে। তার এ কাজটি করার কারণ কী?

উত্তর: নিজের মঙ্গলের জন্যে, ঈশ্বরের করুণা লাভ করার জন্য রূপক নিয়মিত ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি করে।

প্রশ্ন-৫. তুমি ঈশ্বরের সেবা করতে চাও। এক্ষেত্রে তুমি কী করতে পার?

উত্তর: আমার চারপাশে বিরাজমান জীবের সেবা করে আমি ঈশ্বরের সেবা করতে পারি।

প্রশ্ন-৬. শিক্ষক বললেন যে, ঈশ্বরকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই এর মানে কী?

উত্তর: ঈশ্বর জীবরূপে আমাদের সম্মুখে আছেন, তাই তাঁকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই।

প্রশ্ন-৭. তুমি বৃক্ষরোপণ করে তার পরিচর্যা করছ। এতে কার সেবা করা হলো?

উত্তর: বৃক্ষের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হলো।

প্রশ্ন-৮. ধর্মদেব অতিথি হয়ে এসেছিলেন কেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫, ২০১৬]

উত্তর: দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা করতে ধর্মদেব অতিথি হয়ে এসেছিলেন।

প্রশ্ন-৯. জীব বলতে কী বোঝ? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: ঈশ্বরের যেসব সৃষ্টির জীবন রয়েছে তাদেরকে জীব বলা হয়।

প্রশ্ন-১০. আত্মা বলতে কী বোঝ? [প্রা.শি.স.প. ২০১৪, ২০১৬]

উত্তর: জীবের মধ্যে অবস্থানকারী ঈশ্বরকে আত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন-১১. 'দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবসেবা' গল্পে ব্রাহ্মণ কীভাবে খাবার সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি করে খাবার সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

Sample output to test PDF Combine only
http://teachingbd.com

তৃতীয় অধ্যায়: হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়, ধর্মগ্রন্থ এবং মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী

প্রশ্ন-১. রূপমের ধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। কেন বলা হয়?
উত্তর: বেদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হওয়ায় রূপমেয় ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

প্রশ্ন-২. হৃদয় বৈদিক যুগের প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে জানতে চায়। এজন্য তাকে কী করতে হবে?
উত্তর: হৃদয়কে বেদের কর্মকাণ্ড অধ্যায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন-৩. বাবু প্রতিদিন একই সময়ে কিছু কর্ম করেন। তার এ কর্মকে তুমি কী বলবে?
উত্তর: বাবুর কর্মকে নিত্যকর্ম বলব।

প্রশ্ন-৪. রতন সবসময় পরনিন্দা ও পরের ক্ষতি করে। এতে তার কী হবে?
উত্তর: পরনিন্দা ও পরের ক্ষতি করার ফলে রতনের পাপ হবে।

প্রশ্ন-৫. বিনয়বাবু চিরমুক্তি লাভ করতে চান। এজন্য তাকে কোন কাজটি করতে হবে?
উত্তর: বিনয়বাবুকে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে।

প্রশ্ন-৬. পুরোহিত কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ করেছেন। তিনি কোন সংহিতা থেকে মন্ত্র পাঠ করছেন?
উত্তর: পুরোহিত মশাই যজ্ঞের সময় যজুর্বেদ সংহিতা থেকে মন্ত্র পাঠ করছিলেন।

প্রশ্ন-৭. নিলয়বাবু অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। তার কাজে কোন সংহিতাটি সহায়ত করবে?
উত্তর: অথর্ববেদ সংহিতাটি নিলয়বাবুর কাজে সহায়তা করবে।

প্রশ্ন-৮. সোমদত্তের একমাত্র লক্ষ্য শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ করা। এ জন্য সোমদত্ত কোন কাজটি করবে?
উত্তর: সোমদত্ত হরিনাম করে একমনে শ্রীহরিকে ডাকবে।

প্রশ্ন-৯. নিলয় একজন নির্মোহ। তিনি অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। নিলয়কে আমরা কী বলব?
উত্তর: নিলয়কে আমরা মহাপুরুষ বলব।

প্রশ্ন-১০. রতনবাবু আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযম করেন। তিনি কার বক্তব্য অনুযায়ী কাজটি করেন?
উত্তর: রতনবাবু স্বামী প্রণবানন্দের বক্তব্য অনুযায়ী সংযম করেন।

প্রশ্ন-১১. মানব সেবাই বিমলের মূল লক্ষ্য। তিনি কার জীবনী থেকে এই নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন?
উত্তর: ভগিনী নিবেদিতার জীবনী থেকে বিমল এই নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন।

প্রশ্ন-১২. মনে কর তুমি স্বর্গে গেলে। সেখানে তুমি কাদের সাথে অবস্থান করবে?
উত্তর: দেবতাদের সঙ্গে।

Sample output to test PDF Combine only
http://teachingbd.com

প্রশ্ন-১৩. শ্রীকৃষ্ণের উপদেশসমূহ জানতে তুমি কোন গ্রন্থ পাঠ করবে?
উত্তর: শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

প্রশ্ন-১৪. 'সনাতন' শব্দের অর্থ কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫, '১৪]
উত্তর: 'সনাতন' শব্দের অর্থ চিরন্তন, চিরস্থায়ী, নিত্য।

প্রশ্ন-১৫. চারজন বৈদিক দেবতার নাম লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: চারজন বৈদিক দেবতা হচ্ছে—

১. ইন্দ্র
২. বরুণ
৩. যম
৪. মিত্র।

প্রশ্ন-১৬. জন্মান্তর কাকে বলে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৩, '১৫]
উত্তর: আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে এবং আত্মার এই নতুন শরীর ধারণ করাকেই বলে জন্মান্তর।

প্রশ্ন-১৭. মোক্ষ কাকে বলে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের আবর্ত থেকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার মিলনই হলো মুক্তি বা মোক্ষ।

প্রশ্ন-১৮. হিন্দুধর্মের প্রাচীন নাম কী ছিল? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: হিন্দুধর্মের প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম।

প্রশ্ন-১৯. বেদের কয়টি কাণ্ড ও কী কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: বেদের দুটি কাণ্ড। যথা—১. জ্ঞানকাণ্ড, ২. কর্মকাণ্ড।

প্রশ্ন-২০. বৈদিক যুগের প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম কী ছিল? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: বৈদিক যুগের প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম ছিল যাগযজ্ঞ।

প্রশ্ন-২১. দৈনিক কতবার নিত্যকর্ম অনুশীলন করতে হয়? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: দৈনিক তিনবার নিত্যকর্ম অনুশীলন করতে হয়।

প্রশ্ন-২২. হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ হলো বেদ।

প্রশ্ন-২৩. গীতা কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৪]
উত্তর: কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্‌কালে বিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক উপদেশ দেন। এই উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থই গীতা নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৪. আরণ্যক কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৫]
উত্তর: যে ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টির রহস্য, সৃষ্টির উৎস প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হয় তাকে আরণ্যক বলে।

Sample output to test PDF Combine only
http://teachingbd.com

প্রশ্ন-২৫. গীতার পুরো নাম কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: গীতার পুরো নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

প্রশ্ন-২৬. পুরাণ কাকে বলে?
উত্তর: যে ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টি ও দেবতার উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বংশ-পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বলে পুরাণ।

প্রশ্ন-২৭. বিনোদের পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া কী করতেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: বিনোদের পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া রাজা সূর্যকান্ত রায়ের অধীনে বাজিতপুর জমিদারির নায়েবের পদে চাকরি করতেন।

প্রশ্ন-২৮. মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী কারা?
উত্তর: যারা সকলের সুখ-শান্তি ও জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন তারাই মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী।

প্রশ্ন-২৯. ভগিনী নিবেদিতার জন্মস্থান কোথায়? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: ভগিনী নিবেদিতা ইউরোপের আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩০. ভগিনী নিবেদিতার আগের নাম কী ছিল? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: ভগিনী নিবেদিতার আগের নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

প্রশ্ন-৩১. বিনোদ ছোটবেলা থেকে কীসের ভক্ত ছিলেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: বিনোদ ছোটবেলা থেকে শিবের ভক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন-৩২. স্বামী প্রণবানন্দ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: স্বামী প্রণবানন্দ মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩৩. স্বামী প্রণবানন্দ কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: ১৮৯৬ সালে স্বামী প্রণবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩৪. কত খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]
উত্তর: ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন-৩৫. নিত্যকর্ম কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: প্রতিদিন নিয়ম মেনে যেসব কর্ম করা হয় তাই নিত্যকর্ম।

প্রশ্ন-৩৬. বেদের আরেক নাম শ্রুতি কেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]
উত্তর: অতীতে শিষ্যরা গুরুর কাছ থেকে শুনে শুনে বেদ মুখস্ত করে রাখতেন বলে, এর আরেক নাম শ্রুতি।

Sample output to test PDF Combine only
http://teachingbd.com

চতুর্থ অধ্যায়: ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতি

প্রশ্ন-১. পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে নানা দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও তুমি সবার মাঝেই কোন গুনটির মিল খুঁজে পাও?

উত্তর: পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে একই মনুষ্যত্ব।

প্রশ্ন-২. নকুল মন্দিরে, রহমান গির্জায় গিয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের উপাস্য কে?

উত্তর: নকুল ও রহমানের উপাসনালয় আলাদা হলেও তাদের উপাস্য এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

প্রশ্ন-৩. তোমার বন্ধু খ্রিষ্টাধর্মের অনুসারী। তাঁর প্রতি তুমি কেমন আচরণ করবে?

উত্তর: সকলের সঙ্গে আমরা সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করব।

প্রশ্ন-৪. যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি– এ কথাটি কে এবং কাকে বলেছিলেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর : যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্টি করি– এ কথাটি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন।

প্রশ্ন-৫. তোমার এলাকার সবাই পরস্পরের প্রতি সমতার দৃষ্টি পোষণ করে। এর ফলে কী হবে?

উত্তর: এর ফলে আমার এলাকায় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন-৬. ধর্মীয় সাম্য কী?

উত্তর: সকল মত ও পথের মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখাই ধর্মীয় সাম্য।

প্রশ্ন-৭. ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে কী প্রতিষ্ঠিত হবে?

[প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৫]

উত্তর: ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন-৮. মানুষ মানুষকে কিসের দৃষ্টিতে দেখবে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]

উত্তর: মানুষ মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখবে।

প্রশ্ন-৯. সকল ধর্মের মূলকথা কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: সকল ধর্মের মূল কথা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন-১০. পৃথিবীতে প্রচলিত চারটি প্রধান ধর্মের নাম কী?

[প্রা.শি.স.প. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬]

উত্তর: ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্ম।

Sample output to test PDF Combine only
http://teachingbd.com

পঞ্চম অধ্যায়: শিষ্টাচার ও পরমতসহিষ্ণুতা

প্রশ্ন-১. বিনয় সবার সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলে। বড়দের অসম্মান করে। তার আচরণে কিসের অভাব খুঁজে পাও?

উত্তর: বিনয়ের আচরণে আমি শিষ্টাচারের অভাব খুঁজে পাই।

প্রশ্ন-২. রাস্তায় গুরুজনকে দেখলে তুমি কী করবে?

উত্তর: গুরুজনকে প্রণাম করে সম্মান জানাব।

প্রশ্ন-৩. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ থেকে চলে গেলে তোমাদের কী করা উচিত?

উত্তর: শিক্ষক চলে গেলে আমরা সবাই হৈ, চৈ হট্টগোল না করে শান্ত থেকে শ্রেণিকক্ষে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখব।

প্রশ্ন-৪. অধর্ম বেড়ে গেলে ভগবান পৃথিবীতে নেমে এসে অধর্মের বিনাশ করেন। তিনি কীভাবে এ কাজটি করেন?

উত্তর: ভগবান অবতার হিসেবে পৃথিবীতে অবতরণ করে অধর্মের বিনাশ করে ধর্ম রক্ষা করেন।

প্রশ্ন-৫. তুমি সবার প্রতি ভদ্র ও নম্র ব্যবহার কর। তোমার এ আচরণকে কী বলা হয়? [প্রা.শি.স.প. ২০১৪]

উত্তর: আমার এ আচরণকে শিষ্টাচার বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. পরমতসহিষ্ণুতা ধর্মের অঙ্গ। তুমি কীভাবে এটি দেখাতে পার?

উত্তর: নিজের মতে ঠিক থেকে অন্যের মতকে মেনে নিয়ে বা শ্রদ্ধা করে আমি পরমতসহিষ্ণুতা দেখাতে পারি।

প্রশ্ন-৭. পরমতসহিষ্ণুতা কাকে বলে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৫ ২০১৩]

উত্তর: নিজের মতে ঠিক থেকে অন্যের মতকে মেনে নেওয়া ও শ্রদ্ধা করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

প্রশ্ন-৮. শিষ্টাচার কাকে বলে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৪]

উত্তর: নম্র ও ভদ্র ব্যবহারকে শিষ্টাচার বলে।

প্রশ্ন-৯. নারদকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ালেন কেন? [প্রা.শি.স.প.২০১৬, ২০১৫]

উত্তর: নারদকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বসার আসন দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

প্রশ্ন-১০. ঐক্য বা সংহতির সূত্র কী?

উত্তর: ঐক্য বা সংহতির সূত্র পরমতসহিষ্ণুতা।

Sample output to test PDF Combine only
http://teachingbd.com